SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Special Issue, (December) 2025

নৈতিকতা ও স্বাধীনতা: হেগেলীয় দৃষ্টিতে মূল্যবোধের অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা

Soumen Pal
Assistant Professor, Dept. of Philosophy
Asannagar Madan Mohan Tarkalankar College
Nadia, Asannagar, West Bengal, India
Email: soumenphilosophy@gmail.com

Abstract: এই প্রবন্ধে হেগেলের নৈতিকতা (Morality) ও স্বাধীনতা (Freedom) সম্পর্কে তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মূল্যবোধের আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতার ধারণাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হেগেলের মতে, স্বাধীনতা মানুষের আত্মিক সত্তার সারবস্তু; এটি কোনো বাহ্যিক বাধাহীনতার ধারণা নয়, বরং আত্মার আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মসচেতনতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসরে নিজের নৈতিক সত্তাকে বাস্তবায়নের ক্ষমতা। নৈতিকতার ক্ষেত্র হেগেলের ভাষায় কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছার নীতিগত মূল্যায়ন নয়, বরং তা ইচ্ছার যুক্তিসংগত বিকাশের ধাপ। ব্যক্তি যখন আত্মিক-নৈতিক মূল্যবোধকে নিজের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে একটি সার্বজনীন নৈতিকতার অংশ হয়ে ওঠে, তখনই স্বাধীনতা তার প্রকৃত বাস্তবতা লাভ করে। হেগেল "নৈতিকতা" ও "নৈতিক জীবনব্যবস্থা"-র মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করে দেখান যে ব্যক্তিগত নৈতিক অনুভূতি বা কর্তব্যের ধারণা যথেষ্ট নয়; রাষ্ট্র, পরিবার ও নাগরিকসমাজের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইচ্ছার সার্বজনীনতা অর্জিত হয়, এবং সেখানেই স্বাধীনতা তার পূর্ণ বাস্তব রূপ পায়। অতএব, স্বাধীনতা ও নৈতিকতা হেগেলের দর্শনে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং তাদের মিলিত ফলই মূল্যবোধের আভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা—যেখানে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাকে যুক্তির সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে একাত্ম করে একটি স্বশাসিত, নৈতিক ও সামাজিক সত্তায় পরিণত হয়। এই প্রবন্ধে হেগেলের *Philosophy of Right, Phenomenology of Spirit* এবং *Philosophy of Mind*-এর আলোকে দেখানো হয়েছে যে মূল্যবোধের পরিপূর্ণতা হল ব্যক্তি ও সার্বজনীনতার দ্বান্দ্বিক মিলন, যা স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রকাশ।

Keywords: হেগেলীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তি ও সার্বজনীনতা, নৈতিক জীবনব্যবস্থা, মূল্যবোধের অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা, রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা।

সময়ের প্রয়োজনে সময়ের প্রেক্ষিতে সময়কে বোঝার তাগিদে, সময়ের দাবী পুরন করার স্বার্থেই বিশেষ বিশেষ চিন্তা ও দর্শনের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমরা জানি দর্শন শুধুমাত্র কোন বিশেষ তত্ত্ব বা তথ্যের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নয়। দর্শন হল সময়ের দর্পণ। দর্শনের তাৎপর্য কোন একটা বিশেষ কাল বা বিশেষ সময়ে সীমাবদ্ধ নয়। দর্শনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আমরা যেসমস্ত দার্শনিকের নাম পেয়ে থাকি তাঁর মধ্যে জার্মান দার্শনিক জর্জ উইলিহাম ফ্রেডরিক হেগেল একজন অন্যতম এবং বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। পশ্চিমী চিন্তার ইতিহাসে হেগেল একটি অনন্য জায়গা দখল করে আছে। জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী দার্শনিক জর্জ উইলিহেম ফ্রেডরিক হেগেল। প্রাচীন গ্রিস দর্শনে প্লেটো যে ভাববাদের সূচনা করেছিল এবং যা পল্লবিত হয়েছিল কান্টের দর্শনে তাই পরিনতি লাভ করেছিল জার্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শনে। জার্মান দার্শনিক হেগেলের প্রধান পরিচিতি তিনি একজন রাষ্ট্র দার্শনিক। রাষ্ট্রদার্শনিক মূল পরিচিতি হলেও দর্শনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে তার অবাধ পাণ্ডিত্যের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তার আলোচিত বিভিন্ন দার্শনিক প্রবন্ধ এবং তার রচিত গ্রন্থগুলিতে। হেগেল তার দার্শনিক ভাবনার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরিচয় রাখলেও তিনি তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন দার্শনিকের দ্বারা বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন একথা অস্বীকার করা যাবে না। আমরা হেগেলের দর্শনে প্লেটো অ্যারিস্টটল কান্টের চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ট পাঁচজন দার্শনিকের মধ্যে হেগেল একজন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে সে নানা বন্ধনে জড়িয়ে থাকে। সম্পর্কের বন্ধন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বন্ধন। সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে সে কিছুটা মানসিক শান্তি পেলেও বেশিরভাগ বন্ধনই তার কাছে শৃঙ্খল। এই শৃঙ্খল থেকে সে চাই মুক্তি, চাই সে স্বাধীনতা। নীতি, মূল্যবোধ ও স্বাধীনতা—এই তিনটি ধারণা মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন

থেকেই দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়। কিন্তু জার্মান আদর্শবাদ, বিশেষত হেগেলের দর্শনে এই তিনটির মাঝে এক গভীর নির্ভরতা ও ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। হেগেলীয় দর্শন অনুযায়ী, মানুষ কেবল বাহ্যিক স্বাধীনতার অধিকারী নয়; বরং সে এমন এক আত্মা যার প্রকৃত সত্তা হলো স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে চেতনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে—ইন্দ্রিয়, মন, নৈতিক আত্মা, এবং শেষতঃ আত্মার পূর্ণ উপলব্ধি হিসেবে।

হেগেলের দর্শনে নৈতিকতা এবং পরিপূর্ণ নৈতিক জীবনে স্বাধীনতার ভূমিকা অত্যন্ত কেন্দ্রীয়। হেগেল দেখান যে সত্যিকারের স্বাধীনতা ইচ্ছাধীন স্বেচ্ছাচার নয়, বরং নিজেকে সর্বজনীন নৈতিক বিধানের সঙ্গে একাত্ম করার সৃজনশীল প্রক্রিয়া। নৈতিকতা ও স্বাধীনতা তাই কোনো দ্বন্দ্ব নয়; বরং নৈতিক দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই স্বাধীনতার সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন ঘটে। এই নৈতিকতা ও স্বাধীনতার ধারনার সাথে জড়িয়ে আছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ হেগেলের মতে চেতনার এমন অভ্যন্তরীণ কাঠামো যা ব্যক্তি ও সমাজের যুক্তিতত্ত্ব দ্বারা গঠিত। কিন্তু মূল্যবোধ কেবল ব্যক্তিগত নয়; তারা ঐতিহাসিক, সামাজিক, এবং যৌক্তিকভাবে গঠিত। হেগেল মনে করেন যে স্বাধীনতা হলো আত্মার মৌল স্বরূপ। তাঁর ভাষায়, "স্বাধীনতাই আত্মার প্রকৃত চরিত্র"[1]। হেগেল স্বাধীনতাকে বিভিন্ন স্তরে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। *Philosophy of Right*-এ স্বাধীনতার তিনটি পর্যায় উল্লেখযোগ্য— প্রথমত, বিমূর্ত স্বাধীনতা (Abstract Freedom)- এটি কেবল 'চাই তাই করবো' অবস্থান অর্থাৎ এখানে আমার ইচ্ছার প্রাধান্যই বেশি এবং এই ইচ্ছে অনেক সময় নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। এটি অসম্পূর্ণ স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন— "বিমূর্ত স্বাধীনতা হলো ইচ্ছার অপরিণত রূপ— যেখানে যুক্তি বা নৈতিকতার উপলব্ধি নেই।[2]" দ্বিতীয়ত, নীতিবাদী স্বাধীনতা (Moralität)-এখানে বিবেক বা ব্যক্তিগত নীতিবোধ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্য, প্রেরণা, এবং কর্তব্যকে যুক্তির আলোকে বিচার করে। অশোক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন— "হেগেলের মতে নৈতিকতা শুধু অন্তঃপ্রেরণা নয়, বরং তা সামাজিক বোধের সাথেও যুক্ত।"[3] তৃতীয়ত, নৈতিক স্বাধীনতা (Ethical freedom বা Concrete Freedom)- এখানে ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের মাধ্যমে নিজেকে নৈতিকভাবে বাস্তবায়িত করে। দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন— "নৈতিক জীবন হলো স্বাধীনতার বস্তুনিষ্ঠ রূপ— যেখানে ব্যক্তি ও সামষ্টিক ইচ্ছা একই নৈতিক উদ্দেশ্যের বাহক।"[4] ব্যক্তির ইচ্ছা ও সর্বজনীন নৈতিক বিধানের একাত্মতা।

হেগেল বোঝাতে চান, স্বাধীনতা কখনই ব্যক্তির স্বেচ্ছাচার নয়; বরং নৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত এক যুক্তিবদ্ধ ইচ্ছা। হেগেল বলেন, মানুষ স্বাধীন কারণ সে নিজেকে চিনতে পারে, নিজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারে, এবং সেই উদ্দেশ্যকে যুক্তির মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে পারে। হেগেলের নৈতিকতা হলো সেই পর্যায় যেখানে ব্যক্তি নিজের অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য, ইচ্ছা, প্রেরণা, এবং কর্তব্যের সম্পর্ককে বোঝে। এখানে তিনটি দিক গুরুত্বপূর্ণ—১. ইচ্ছা (Intention) ২. উদ্দেশ্য (Purpose) এবং ৩. কর্তব্যবোধ (Duty)। ব্যক্তি এই স্তরে উপলব্ধি করে যে নৈতিকতা কেবল বাহ্যিক আচরণ নয়, বরং অভ্যন্তরীণ ইচ্ছার পরিশুদ্ধ রূপ। কান্ট কর্তব্যকে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ নৈতিক আদেশ বলে দেখালেও হেগেল মনে করেন, কর্তব্য সামাজিক-ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যেই গঠিত এবং বাস্তবায়িত। হেগেলের মতে— কর্তব্য ব্যক্তির ইচ্ছাকে সর্বজনীন যুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে এই সংযোগই স্বাধীনতার অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা মূল্যবোধ ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক বিকাশ। হেগেলীয় অর্থে প্রতিটি যুগই আত্মার নতুন রূপ যা নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে পুনর্গঠন করে। আজকের সমাজে স্বাধীনতাকে প্রায়শই ব্যক্তির সীমাহীন পছন্দের অধিকার হিসাবে ধরা হয়। হেগেল এর সঙ্গে একমত নন। তিনি দেখিয়েছেন সীমাহীন পছন্দ→ স্বেচ্ছাচার→ আত্মবিচ্ছিন্নতা → নৈতিক সংকট। হেগেল আমাদের শিখিয়ে দেন, মানবজীবন এক নৈতিক দায়িত্বের নেটওয়ার্ক। সমাজ ভেঙে গেলে নৈতিকতাও নষ্ট হয়। নৈতিকতার মূল হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্বপূর্ণ চিন্তা ও বিচারক্ষমতা। কিন্তু হেগেল দেখান যে স্বাধীনতা এবং নৈতিকতা কখনো বিচ্ছিন্ন নয়—এগুলো একে

অপরকে পূর্ণতা দেয়। এই সমন্বয়ই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নৈতিক জীবনে। নৈতিক জীবনই হল স্বাধীনতার পূর্ণবাস্তবায়ন এর ক্ষেত্র। নৈতিক জীবন হলো সেই ক্ষেত্র যেখানে নৈতিকতা আর স্বাধীনতা ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক বাস্তবতায় প্রবেশ করে। নৈতিক জীবন বলতে হেগেল সামগ্রিকভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনকে বুঝিয়েছেন। হেগেল নৈতিক জীবন বলতে এমন এক প্রকারের জীবনকে বুঝিয়েছেন যা সামাজিক প্রথার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। প্রথানুগত জীবন যাপন করাই হল নৈতিক জীবন। এই প্রথাগুলিই ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনে আচরনের বিধিগুলিকে তৈরি করে।

হেগেল নৈতিক জীবনের তিন স্তর এর কথা বলেছেন— পরিবার, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র। নৈতিক জীবনের প্রাথমিক স্তর হল পরিবার। পরিবার হল ঐক্যের ক্ষেত্র। হেগেল পরিবারকে "নৈতিকতার প্রথম বাস্তব রূপ" বলেন। "পরিবারে ভালোবাসাই নৈতিক ঐক্যের ভিত্তি।"[5] হীরেন মুখার্জির ভাষায়— "পরিবার হেগেলের নৈতিকতার ভিত্তি— যেখানে ভালোবাসা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সামষ্টিক ঐক্যে পরিণত করে।"[6]

নৈতিক জীবনের দ্বিতীয় স্তর পুরসমাজ হল বিভেদের ক্ষেত্র। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যে আইন ও নৈতিক আদেশ তৈরি হয়। "সিভিল সোসাইটি হলো প্রয়োজনের ব্যবস্থাপনা এবং নৈতিকতার দ্বান্দ্বিক ক্ষেত্র।"[7] নাগরিক সমাজএখানে ব্যক্তি স্বার্থের অনুসরণ করে, কিন্তু আইন ও বাজারনীতি তাকে নিয়ন্ত্রিত রাখে। সুকুমার মিশ্র লিখেছেন— "হেগেলের নাগরিক সমাজ স্বার্থ, শ্রম, প্রয়োজন ও আইন— এদের পারস্পরিক জৈবিক গঠন।"[8] হেগেল বলেছেন রাষ্ট্র হল সমন্বয়ের ক্ষেত্র। রাষ্ট্রকে হেগেল স্বাধীনতার পরিপূর্ণ রূপ হিসেবে ঘোষণা করেন— "রাষ্ট্রই নৈতিক আত্মার বাস্তবতা।"[9] হেগেলের মতে ব্যক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করে রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য প্রদর্শন এবং কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র হলো স্বাধীনতার সর্বোচ্চ বাস্তবতা।প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন— "হেগেলের রাষ্ট্র ব্যক্তির বিরোধী নয়, বরং তার নৈতিক মুক্তির বাহক।"[10] রাষ্ট্র নৈতিক জীবনের সমন্বয়-শক্তি যেখানে সব সংঘাত সুরে রূপান্তরিত হয়।

হেগেলের অভিমত নৈতিকতা স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে না; বরং স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ দেয়। হেগেল মানুষের আত্মসত্তাকে বোঝার জন্য "স্বাধীনতা" এবং "নৈতিকতা"কে একে অপরের পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করেন। একদিকে স্বাধীনতা হলো আত্মার সার, অন্যদিকে নৈতিকতা সেই স্বাধীনতাকে যুক্তি, নিয়ম ও সামাজিক পরিপূর্ণতার পথে রূপায়িত করার প্রক্রিয়া। নৈতিকতা এবং স্বাধীনতা মানব সমাজের মৌলিক স্তম্ভ। তার দর্শনে স্বাধীনতা শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা পূরণের ক্ষমতা নয়, বরং এটি একটি নৈতিক প্রক্রিয়া যেখানে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ও কর্মকাণ্ডকে নৈতিক ও সামাজিক মানের সঙ্গে মিলিয়ে পরিচালনা করে। এই প্রক্রিয়াকে হেগেল স্বনিয়ন্ত্রণ বলে অভিহিত করেন। সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয় তখনই যখন ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং নৈতিক দায়িত্বের সঙ্গে সমন্বয় করে। হেগেলের দর্শনে স্বাধীনতা কেবল ব্যক্তি বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার বিষয় নয়। তিনি দেখান যে ব্যক্তি সত্যিকারের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে কেবল যখন তার কর্মকাণ্ড সমাজের নৈতিক কাঠামো ও অন্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এখানে স্বাধীনতা এবং নৈতিকতা একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। হেগেল স্বাধীনতাকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করেন—প্রথমত, স্বতন্ত্র বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যা ব্যক্তির নিজের ইচ্ছা এবং চাহিদার মুক্তি নির্দেশ করে; দ্বিতীয়ত, নৈতিক স্বাধীনতা, যা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংযুক্ত। নৈতিক স্বাধীনতা মানে ব্যক্তির কাজ কেবল নিজের সুবিধার জন্য নয়, বরং সামাজিক ন্যায় এবং অন্যান্য মানুষের অধিকারকে সম্মান করে। স্বনিয়ন্ত্রণ হেগেলের জন্য স্বাধীনতার মৌলিক চিহ্ন। এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগকে নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতা ও নৈতিকতার মধ্যে এই সংযোগ নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য নয়, সমাজের কল্যাণের জন্যও কাজ করে।

হেগেলের দর্শনে রাষ্ট্র বা সমাজ কেবল সীমাবদ্ধতা আরোপকর্তা নয়। বরং এটি ব্যক্তি এবং নৈতিকতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের নীতি ও কাঠামো ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে এবং নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। হেগেলের দৃষ্টিতে নৈতিকতা কেবল বাহ্যিক নিয়ম বা শাসন অনুসরণ নয়; এটি অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের স্বীকৃতি এবং স্বনিয়ন্ত্রিত আচরণের প্রকাশ। নৈতিকতা এবং স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক। নৈতিক সচেতনতা ছাড়া স্বাধীনতা অপ্রচলিত এবং অসম্পূর্ণ থাকে। হেগেল দেখান যে ব্যক্তি নিজের নৈতিকতা ও স্বনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করতে পারে। নৈতিকতা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে এবং সত্যিকারের স্বাধীনতার প্রমাণ দেয়। স্বনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল করে তোলে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ডের জন্য শুধু নিজের প্রতি নয়, অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত পূর্ণতা অর্জিত হয়। নৈতিকতা এবং স্বনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং সমতা নিশ্চিত করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকলে বৈষম্য এবং দ্বন্দ্ব কমে আসে।

হেগেলের দর্শনে নৈতিকতা ও স্বাধীনতা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। স্বনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি তার মূল্যবোধের পূর্ণতা অর্জন করে। আধুনিক সমাজে এটি শান্তি, ন্যায় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সত্যিকারের স্বাধীনতা হলো নিজের এবং সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সচেতনভাবে কাজ করা, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বিত। হেগেলের দর্শন আমাদের দেখায়, নৈতিকতা এবং স্বাধীনতা কোনো বিরোধী শক্তি নয়; বরং একই আত্মার দুই দিক। স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচার নয়; বরং নৈতিক যুক্তির আলোকে নিজের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করা। নৈতিক মূল্যবোধ মনে জন্মায় না—তারা সামাজিক, ঐতিহাসিক, এবং যুক্তিনির্ভরভাবে গড়ে ওঠে। পরিবার, নাগরিক সমাজ এবং রাষ্ট্র—হেগেলের এই ত্রিস্তরীয় কাঠামো দেখায় কীভাবে ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের স্বাধীনতা অর্জন করে। ২১শ শতকের প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অপব্যাখ্যা এবং নৈতিকতার সংকটের যুগে হেগেলের এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁর দর্শন আমাদের শেখায় —নৈতিকতা হলো স্বাধীনতার পূর্ণ রূপ। আর স্বাধীনতা হলো মূল্যবোধের অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা। স্বাধীনতা নৈতিকতায় বস্তুনিষ্ঠ হয় এবং নৈতিকতা স্বাধীনতায় জীবন্ততা লাভ করে। মূল্যবোধের অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা মানে ব্যক্তির ইচ্ছা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের যুক্তিসঙ্গত ঐক্য। তাঁর মতে স্বাধীনতা কখনোই নিছক ব্যক্তিগত ইচ্ছার ছড়াছড়ি নয়, বরং নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মার (Spirit) নিজেকে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। স্বাধীনতার পূর্ণতা কেবল রাষ্ট্রের নৈতিক কাঠামোর মধ্যে সম্পন্ন হয়—যেখানে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র এক ঐক্যবদ্ধ জৈবিক সম্পূর্ণতার রূপ নেয়। হেগেল বলেছেন "ইচ্ছার সত্য তার স্বাধীনতাতেই"।[11] হেগেলের মতে স্বাধীনতা হলো আত্মার স্ব-নির্ধারণ। তাই নৈতিকতার অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা মানে মূল্যবোধের এমন বাস্তবায়ন যেখানে ইচ্ছার সত্য উন্মোচিত হয়। হেগেল বলেন— "Free will exists only as something ethical." অর্থাৎ ইচ্ছা তখনই মুক্ত যখন তা নৈতিকতার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। নৈতিকতা স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা নয়, তার পরিপূর্ণতা।

হেগেলের মতে মূল্যবোধের অভ্যন্তরীণ পরিপূর্ণতা তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত স্তরে বিকশিত হয়, যা নৈতিকতা, স্বাধীনতা এবং আত্মার স্ব-বাস্তবায়নের এক সমন্বিত রূপ প্রকাশ করে। প্রথমত, নৈতিকতা ব্যক্তিগত অনুভূতি বা "আমি"-কে অতিক্রম করে "আমরা"-র জগতে বস্তুনিষ্ঠ রূপ পায়—পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্রের সংগঠিত কাঠামোতে। এখানে নৈতিকতা ব্যক্তিগত পছন্দ নয়, বরং যৌথ অস্তিত্বের যুক্তিসঙ্গত সংগঠন, যেখানে প্রত্যেকে অন্যের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে চলে। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা হেগেলের কাছে কেবল ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা নয়; বরং যুক্তির নির্দেশনায় বিকশিত এক নৈতিক-রাজনৈতিক পূর্ণতা। প্রকৃত স্বাধীনতা

তখনই অর্জিত হয় যখন ব্যক্তি যুক্তিবোধের মাধ্যমে নৈতিক জীবনের (Sittlichkeit) সামগ্রিক কাঠামোর সাথে ঐক্য স্থাপন করে। শেষত, এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আত্মার Self-Realization, যেখানে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সার্বজনীন যুক্তির সাথে মিলিয়ে এক আত্মবিকশিত চেতনায় পৌঁছে যায়। এভাবেই হেগেলের দৃষ্টিতে মূল্যবোধের পরিপূর্ণতা ব্যক্তিগত নৈতিকতা থেকে শুরু করে সামাজিক সংগঠন এবং আত্মার সর্বোচ্চ স্ব-বাস্তবায়ন পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ও যুক্তিসঙ্গত বিকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। হীরেন মুখার্জি লেখেন— "আত্মা ইতিহাসে নিজেকে জানে, রাষ্ট্রে নিজেকে গড়ে তোলে, নৈতিকতায় নিজেকে পূর্ণ করে।"[12]

সুতরাং হেগেলের দর্শনে স্বাধীনতা ও নৈতিকতা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য পরিপূরক। নৈতিকতা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দায়িত্বশীলতার বিকাশ ঘটায়, আর নৈতিক জীবন সেই দায়িত্বের সামাজিক পরিণতি। হেগেলের ভাষায়—"স্বাধীনতা তার সত্য রূপ পায় তখনই, যখন তা নৈতিক জীবনে নিজেকে বাস্তব করে।"[13] এভাবেই হেগেলের চিন্তায় নৈতিকতা ও স্বাধীনতা কেবল দার্শনিক ধারণা নয়; বরং মানুষের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ যৌক্তিক ভিত্তি। হেগেলের মতে, স্বাধীনতার সাধারণ বা ঋণাত্মক ধারণা (যেমন—"আমি যা চাই করব") একটি অসম্পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি লিখেছেন— "নেতিবাচক স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি প্রকৃত স্বাধীকারের রূপ নয়।"[14] হেগেল নৈতিকতাকে দেখেন ব্যক্তির অন্তরস্থ নৈতিক ইচ্ছার বিকাশ হিসেবে। কিন্তু তিনি সতর্ক করেন— ব্যক্তিগত নৈতিকতা কখনো কখনো আত্মকেন্দ্রিক নৈতিকতা হয়ে ওঠে কারণ এর বিচারক্ষেত্র সীমিত। অতএব, নৈতিকতার বিকাশের জন্য ব্যক্তিকে সমাজের বৃহত্তর কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। হেগেল বলেন— "নৈতিকতা ও স্বাধীনতা পরস্পরকে সম্পূর্ণ করে, কারণ স্বাধীনতা নৈতিকতা ছাড়া অন্ধ এবং নৈতিকতা স্বাধীনতা ছাড়া শূন্য।"[15]

হেগেলের মতে, নিঃসঙ্গ একাকী মানুষকে মনুষ্য পদবাচ্য বলা যাবে না। প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক বা রাজনৈতিক, সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ এই সব ব্যক্তি মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্তিগত স্বার্থ, লোভ, তাড়না থাকে। সেগুলিকে পূরণের চেষ্টাতেও সে ব্যাপৃত। তবে এই আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাব, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় সাবজেক্টিভ উইল, হেগেলের মতে, মানুষের স্বাধীনতার পরিপন্থী। আত্মকেন্দ্রিকতার সীমা পেরিয়ে ব্যক্তি যখন যুক্তিশীলতার সন্ধান করে, ব্যক্তিগত পর্যায়ের মনোগামী অভীপ্সা যখন রূপান্তরিত হয় এক যুক্তিময় সাধারণ অভীপ্সায়, তখনই ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়।[16] ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা হেগেলের মূল্যায়ন করেন, তাঁদের দৃষ্টিতে হেগেল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী এবং স্বৈরতন্ত্রের উপাসক। কিন্তু যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নন, তাঁরা হেগেলকে দেখেন এমন এক দর্শনভাবনার উদ্যোক্তা রূপে, যেখানে মানুষকে দেখা হয় এক বিপুল সৃজনীশক্তির দ্যোতক হিসেবে, কারণ মানুষ পরমচৈতন্যেরই প্রকাশ। ভাববাদকে প্রাধান্য দিয়েও হেগেল যখন ঘোষমা করেন যে জ্ঞানের জ্ঞাতের কোন কিছুই যুক্তির উর্দ্ধে নয়, দুর্জেয় বলে কিছু নেই, সমস্ত কিছুকেই যুক্তি দিয়ে করায়ত্ত করা যায়, তখন সেটি হয়ে দাঁড়ায় এক আশাদীপ্ত বৌদ্ধিক ভাবনা।

References

1. চক্রবর্তী, অমলেন্দু(অনুবাদক) হেগেল, জি. ডব্লিউ. এফ. *যৌক্তিকতার বিজ্ঞান* (Science of Logic) কলকাতা, প্রগতি প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ২১৮
2. চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ *হেগেল: জীবন ও দর্শন,* কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৪, পৃ. ৮৯
3. মুখোপাধ্যায়, অশোক, *নৈতিক দর্শন,* বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ২০১০, পৃ. ১৫৬
4. ভট্টাচার্য, ড. দেবেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমী দর্শনের ইতিহাস* (খণ্ড–২ ও ৩), কলকাতা, বিদ্যোদয় প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ২৭৯
5. সেন, অশোক(অনুবাদক) হেগেল, জি. ডব্লিউ. এফ. *নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রতত্ত্ব* (Philosophy of Right), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪ পৃ. ১৬৫।

6. মুখার্জি, হীরেন, *পশ্চিমা দর্শনের ধারা*, কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮১ পৃ. ২২১।
7. মুখার্জি, হীরেন, *পশ্চিমা দর্শনের ধারা,* কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮১ পৃ. ১৯৩।
8. মিশ্র, সুকুমার, *আধুনিক দর্শনের ইতিহাস*, কলকাতা, সুবর্ণ প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১৯৭
9. সেন, অশোক(অনুবাদক) হেগেল, জি. ডব্লিউ. এফ*. নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রতত্ত্ব* (Philosophy of Right), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪ পৃ. ২৪৮
10. রায়, প্রফুল্লচন্দ্র, *পশ্চিমী দর্শনের ইতিহাস*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৭ পৃ. ৩৪৫
11. বিকাশ ভট্টাচার্য, *হেগেলের নীতি-দর্শন,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিকেশন, ১৯৯৮, পৃ. ২১
12. মুখার্জি, হীরেন, *পশ্চিমা দর্শনের ধারা,* কলকাতা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮১ পৃ. ২৩১।
13. সেন, অশোক(অনুবাদক) হেগেল, জি. ডব্লিউ. এফ. *নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রতত্ত্ব* (Philosophy of Right), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ২৫১।
14. সেন, অশোক(অনুবাদক) হেগেল, জি. ডব্লিউ. এফ. *নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রতত্ত্ব* (Philosophy of Right), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪,, পৃ. ৭৪
15. চক্রবর্তী, সত্যসতী,(অনুবাদক) হেগেল, *মানসপ্রকৃতি* প্রগতি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২১০
16. ঘোষ, কৃত্যপ্রিয়, রাষ্ট্রতত্ত্ব, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই, ২০১৯, পৃ-৫৩